পদ্মা নদীতে ডুবে যাওয়া যাত্রীসহ বাসটি ৮০ ফুট গভীরে: ফায়ার সার্ভিস



সংগৃহীত ছবি

দৌলতদিয়া ঘাট এলাকায় পদ্মা নদীতে পড়ে যাওয়া সৌহার্দ্য পরিবহনের যাত্রীবাহী বাসটি এখন প্রায় ৮০ ফুট গভীরে রয়েছে। প্রথম দিকে বাসটির অবস্থান ছিল প্রায় ৩০ ফুট গভীরে, পরে তা আরও গভীরে নেমে গেছে বলে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে। বুধবার রাত ৯টার দিকে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, উদ্ধার অভিযান চালাতে ডুবুরি জাহাজ ‘হামজা’ কাজ করছে। এ পর্যন্ত বাস থেকে দুই নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গোয়ালন্দ ও আরিচা ফায়ার স্টেশনের ডুবুরি ইউনিটগুলো উদ্ধারকাজে অংশ নিয়েছে, আর ঢাকা ও ফরিদপুর থেকে আরও দুটি ডুবুরি দল ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। ফরিদপুর ফায়ার সার্ভিসের কমান্ডার মো. বেলাল উদ্দিন জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে প্রায় ৩৩ জন যাত্রীর মরদেহ পানির নিচে থাকতে পারে।

রাজবাড়ীর সিভিল সার্জন ডা. এসএম মাসুদ বলেন, উদ্ধারকৃত দুই নারীর মরদেহ গোয়ালন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে। তবে নিহতদের নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

দুর্ঘটনা ঘটেছিল বুধবার বিকেল ৫টার দিকে, যখন ৫০-এর বেশি যাত্রী নিয়ে বাসটি পদ্মা নদীতে পড়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একটি ফেরি পন্টুনে আঘাত করলে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে যায়। বাসটিতে ৪০–৪৫ জন যাত্রী ছিলেন। পাঁচ থেকে সাতজন সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হলেও বাকি যাত্রীদের অবস্থা এখনো নিশ্চিত নয়।

দৌলতদিয়া নৌপুলিশ ফাঁড়ির কর্মকর্তারা জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ‘হামজা’ জাহাজ দিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশও উদ্ধারকাজে সহযোগিতা করছে।